



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সচেতনতা সেশন

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে প্রিমিয়ার ভার্সিটিতে সচেতনতা সেশন

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ ভবনে ‘ইপসা-শিক্ষা’ প্রকল্পের আওতায় এবং ইউনিভার্সিটির কমপ্রেইন্ট কমিটির সহযোগিতায় সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) প্রতিরোধে তৃতীয় সচেতনতামূলক সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

ব্র্যাক এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত ‘ইপসা-শিক্ষা’ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, গণপরিবহন, কমিউনিটি এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, যৌন হয়রানি ও বুলিং প্রতিরোধে টেকসই ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি এবং ইপসার মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা স্মারকের (এমওইউ) আওতায় ইপসা বিশ্ববিদ্যালয়টিতে যৌন হয়রানি প্রতিরোধসংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ। এমওইউ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে একটি ইনসেপশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ইপসা জানায় যে তারা কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপ্রেইন্ট কমিটির সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের জন্য ধারাবাহিকভাবে সচেতনতা সেশনের আয়োজন করা হচ্ছে। এই ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সম্প্রতি

দামপাড়াস্থ ভবনে শিক্ষার্থীদের জন্য তৃতীয় সচেতনতা সেশনটি অনুষ্ঠিত হয়। সেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, স্থাপত্য বিভাগ, গণিত বিভাগ ও ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে কমপ্রেইন্ট কমিটির সদস্য জুলিয়া পারভীন উপস্থিত ছিলেন।

সেশন পরিচালনা করেন ‘ইপসা-শিক্ষা’ প্রকল্পের ম্যানেজার তুষার কুমার রায়। তিনি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও লক্ষ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি, সচেতনতামূলক কার্যক্রমের বিস্তার এবং কার্যকর কাউন্সেলিং ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের সচেতনতা সেশন অংশগ্রহণকারীদের আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন, সমস্যার যথাযথ প্রতিক্রিয়া এবং রিপোর্টিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে। একই সঙ্গে তিনি জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) প্রতিরোধে ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয় ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বক্তব্য রাখেন ইপসা-শিক্ষা প্রকল্পের অ্যাসোসিয়েট ফিল্ড অফিসার মিশকাত হোছাইন। সেশনের একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ে তাদের মূল্যবান চিন্তা ও মতামত প্রকাশ করেন। এছাড়াও তাদের এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন বক্তারা। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

চট্টগ্রাম শুক্রবার ১০ জুলাই ২০২৬

দৈনিক পূর্বকোণ

দেশসেরা আঞ্চলিক দৈনিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

রেজিঃ নম্বর-চ-৮৯।। ৪১তম বর্ষ ১৩৫ তম সংখ্যা।। ২৬ আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ।। ২৪ মহররম ১৪৪৮ হিজরি।। Friday 10 July 2026।। চ পৃষ্ঠার মূল্য ৭ টাকা

www.dainikpurbokone.net

www.edainikpurbokone.net

f /DailyPurbokone

t /DailyPurbokone



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সচেতনতা সেশনের উপস্থিতি

প্রিমিয়ার ভার্সিটিতে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সচেতনতা সেশন

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ ভবনে ‘ইপসা-শিক্ষা’ প্রকল্পের আওতায় এবং প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির কমপ্লেক্সেইন্ট কমিটির সহযোগিতায় সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) প্রতিরোধে তৃতীয় সচেতনতামূলক সেশন অনুষ্ঠিত হয়। ব্র্যাক এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত ‘ইপসা-শিক্ষা’ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, গণপরিবহন, কমিউনিটি এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, যৌন হয়রানি ও বুলিং প্রতিরোধে টেকসই ব্যবস্থা গড়ে তোলা। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি এবং ইপসার মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ)-এর আওতায় ইপসা বিশ্ববিদ্যালয়টিতে যৌন হয়রানি প্রতিরোধসংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ। এমওইউ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে একটি ইনসেপশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ইপসা জানায় যে তারা কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপ্লেক্সেইন্ট কমিটির সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের জন্য ধারাবাহিকভাবে সচেতনতা সেশনের আয়োজন করা হচ্ছে। সম্প্রতি দামপাড়াস্থ ভবনে শিক্ষার্থীদের জন্য তৃতীয় সচেতনতা সেশনটি অনুষ্ঠিত হয়। সেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, স্থাপত্য বিভাগ, গণিত বিভাগ ও ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির কমপ্লেক্সেইন্ট কমিটির সদস্য জুলিয়া পারভীন উপস্থিত ছিলেন।-বিজ্ঞপ্তি

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কর্মশালা

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ ভবনে ‘ইপসা-শিখা’ প্রকল্পের আওতায় এবং প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির কমপ্লেক্সেই কমিটির সহযোগিতায় সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) প্রতিরোধে তৃতীয় সচেতনতামূলক সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

ব্র্যাক এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত ‘ইপসা-শিখা’ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, গণপরিবহন, কমিউনিটি এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, যৌন হয়রানি ও বুলিং প্রতিরোধে টেকসই ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি এবং ইপসার মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ)-এর আওতায় ইপসা বিশ্ববিদ্যালয়টিতে যৌন হয়রানি প্রতিরোধসংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ। এমওইউ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে একটি ইনসেপশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ইপসা জানায় যে তারা কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপ্লেক্সেই কমিটির সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের জন্য ধারাবাহিকভাবে সচেতনতা সেশনের আয়োজন করা হচ্ছে।

এই ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সম্প্রতি দামপাড়াস্থ ভবনে শিক্ষার্থীদের জন্য তৃতীয় সচেতনতা সেশনটি অনুষ্ঠিত হয়। সেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, স্থাপত্য বিভাগ, গণিত বিভাগ ও ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির কমপ্লেক্সেই কমিটির সদস্য জনাব জুলিয়া পারভীন উপস্থিত ছিলেন। সেশনটি পরিচালনা করেন ‘ইপসা-শিখা’ প্রকল্পের ম্যানেজার তুষার



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সচেতনতা সেশন

কুমার রায়। তিনি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও লক্ষ্য তুলে ধরেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে প্রকল্পটি লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ এবং জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে ইতিবাচক ও গুণগত পরিবর্তন আনতে কাজ করছে। তুষার কুমার রায় বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি, সচেতনতামূলক কার্যক্রমের বিস্তার এবং কার্যকর কাউন্সেলিং ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, এ ধরনের সচেতনতা সেশন অংশগ্রহণকারীদের আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন, সমস্যার যথাযথ প্রতিক্রিয়া এবং রিপোর্টিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্পষ্ট ধারণা প্রদান করে। একই সঙ্গে তিনি জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) প্রতিরোধে ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয় ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সেশনে আরও বক্তব্য রাখেন ইপসা-শিখা প্রকল্পের অ্যাসোসিয়েট ফিল্ড অফিসার জনাব মিশকাত হোসাইন। তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও বৈষম্যহীন পরিবেশ গড়ে তুলতে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ও সহযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করতে এ ধরনের সচেতনতামূলক উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে বক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। সেশনের একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ে তাদের মূল্যবান চিন্তা ও মতামত প্রকাশ করেন। এছাড়াও তাদের এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন বক্তারা। বিজ্ঞপ্তি



suprobhat.com | esuprobhat.com | facebook.com/suprobhat

মিটিং স্ট্রাট প্লেস মুম্বাই

সুপ্রভাত

সুপ্রভাত বাংলাদেশ | SUPROBHAT BANGLADESH



সব ভালো লেখা
কালজয়ী নয়!



'জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায়
কার্যকর পদক্ষেপের বিকল্প নেই'



'প্রাতিপক্ষে হারাবো
কখনো করিনি'



বোম্বাই ক্যান্সেল পাহাড় ঘরে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

নির্মম মানবিক ট্রাজেডি
করবাকরের উদ্বিগ্ন বোম্বাই ক্যান্সেল পাহাড় ঘরে ১ জন
শিক্ষার্থীর অসহন ও মর্মান্তিক মৃত্যু কেবল একটি ...

বিজ্ঞপ্তি • পৃষ্ঠা : ২



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সচেতনতা সেশনে অংশগ্রহণকারীরা

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সচেতনতা সেশন

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়া ভবনে 'ইপসা-শিক্ষা' প্রকল্পের আওতায় এবং প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির কমপ্লেক্সে কমিটির সহযোগিতায় সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য জেভার-ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) প্রতিরোধে তৃতীয় সচেতনতামূলক সেশন অনুষ্ঠিত হয়। ব্র্যাক এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত 'ইপসা-শিক্ষা' প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, গণপরিবহন, কমিউনিটি এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, যৌন হয়রানি ও বুলিং প্রতিরোধে টেকসই ব্যবস্থা গড়ে তোলা। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি এবং ইপসার মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ)-এর আওতায় ইপসা বিশ্ববিদ্যালয়টিতে যৌন হয়রানি প্রতিরোধসংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ।

এমওইউ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে একটি ইনসেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ইপসা জানায় যে তারা কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপ্লেক্সে কমিটির সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের জন্য ধারাবাহিকভাবে সচেতনতা সেশনের আয়োজন করা হচ্ছে। এই ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সম্প্রতি দামপাড়া ভবনে শিক্ষার্থীদের জন্য তৃতীয় সচেতনতা সেশনটি অনুষ্ঠিত হয়। সেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, গণিত বিভাগ ও ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড

টেকনোলজি বিভাগের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির কমপ্লেক্সে কমিটির সদস্য জুলিয়া পারভীন উপস্থিত ছিলেন। সেশনটি পরিচালনা করেন 'ইপসা-শিক্ষা' প্রকল্পের ম্যানেজার তুষার কুমার রায়। তিনি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও লক্ষ্য তুলে ধরেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে প্রকল্পটি লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ এবং জেভার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে ইতিবাচক ও গুণগত পরিবর্তন আনতে কাজ করছে। তুষার কুমার রায় বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি, সচেতনতামূলক কার্যক্রমের বিস্তার এবং কার্যকর কাউন্সেলিং ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, এ ধরনের সচেতনতা সেশন অংশগ্রহণকারীদের আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন, সমস্যার যথাযথ প্রতিক্রিয়া এবং রিপোর্টিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা প্রদান করে। একই সঙ্গে তিনি জেভার-ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) প্রতিরোধে ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয় ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সেশনে আরও বক্তব্য রাখেন ইপসা-শিক্ষা প্রকল্পের অ্যাসোসিয়েট ফিল্ড অফিসার জনাব মিশকাত হোসাইন। তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও বৈষম্যহীন পরিবেশ গড়ে তুলতে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ও সহযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করতে এ ধরনের সচেতনতামূলক উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে বক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তি